গুজরাট রাজ্য

বনাম

আফরোজ মহম্মদ হাসানফট্টা

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৪)

ফেব্রুয়ারী ০৫, ২০১৯

[আর বানুমথি এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ১৯০(১)(খ) – প্রতারণা/হাওয়ালার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগ আইসিআইসিআই ব্যাংক একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে যে তারা একটি ষড়যন্ত্র করেছিল এবং এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ব্যাংকে মিথ্যা ও বোগাস বিল অফ এন্ট্রি জমা দিয়েছিল এবং হাওয়ালার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ দুবাই ও হংকংয়ের বিভিন্ন কোম্পানিতে পাঠিয়ে ভারত সরকারকে প্রতারিত করেছিল- উল্লিখিত কোম্পানির বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল- এফআইআর-এ বিবাদীর নাম ছিল না। তদন্তের সময়, বিভিন্ন ব্যক্তির জবানবন্দি নথি করা হয়েছিল এবং প্রসিকিউশনের মতে, এই জবানবন্দিগুলি বিবাদী এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত করে- অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল যেখানে বিবাদীকে একজন সন্দেহভাজন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে, বিবাদীকে অভিযুক্ত হিসাবে যোগ করা হয়নি। পরবর্তী তদন্তের ভিত্তিতে, দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল এবং এর উপর নির্ভর করে, ম্যাজিস্ট্রেট বিবাদীসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার শুরু করেন- প্রক্রিয়া জারি করা হয়- হাইকোর্ট বিবাদীকে জামিন মঞ্জুর করেন। বিবাদী অপরাধের বিচার শুরু করার আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন দায়ের করেন। হাইকোর্ট রিভিশন মঞ্জুর করে রায় দেন যে, জালিয়াতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির কথিত অপরাধের সাথে বিবাদীর কোনো সংযোগ নির্দেশ করার মতো কোনো প্রত্যক্ষ বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ নেই- রাজ্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে এই আপিল দায়ের করে চ্যালেঞ্জ জানায়। রায়: কথিত অপরাধটি হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাই এবং হংকংয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর একটি জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ ছিল যা কোম্পানিগুলির একটি জাল তৈরি করে সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি জাল বিল অফ এন্ট্রি জমা দেওয়ার একটি সাধারণ মামলা ছিল না- হাইকোর্ট এই মামলাটিকে জাল বিল অফ এন্ট্রি জমা দেওয়ার একটি সাধারণ মামলা হিসাবে পরীক্ষা করতে ভুল করেছে এই পর্যবেক্ষণ করে যে মামলাটি হীরা আমদানি বা রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত ছিল না- যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি চার্জশিট

এবং তার সামনে রাখা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ছিল, তখন সেই সন্তুষ্টিকে ভুল বা বিকৃত বলা যাবে না এবং তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়নি- একটি পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে যখন কোনো অপরাধের বিচার শুরু করা হয়, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টিই যথেষ্ট যে আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ আছে- দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের সাথে, সাক্ষীদের জবানবন্দি, বিবাদী-বিবাদী এবং তার কোম্পানির ব্যাংক স্টেটমেন্ট, অন্যান্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট, কল ডিটেইল রেকর্ডস এবং অন্যান্য উপাদান উপস্থাপন করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন যে বিবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ আছে এবং সমন জারি করেছিলেন। যখন রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তখন সমন জারির পর্যায়ে প্রমাণের কঠোর মান প্রয়োগ করার বা বিবাদী যে সম্ভাব্য আত্মরক্ষা নিতে পারে তা পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। আদালতের যা প্রয়োজন ছিল তা হল, প্রক্রিয়া শুরু করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে কিনা তা নিশ্চিত করা- মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় হাইকোর্টের বিষয়টির গুণাগুণে প্রবেশ করা উচিত ছিল না। বিতর্কিত আদেশটি বাতিল হওয়ার যোগ্য। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের ভিত্তিতে অপরাধের বিচার শুরু করার এবং বিবাদী-আসামিকে সমন জারির আদেশ পুনরুদ্ধার করা হলো- দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০-খ – অর্থনৈতিক অপরাধ।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ১৯০(১)(খ) – পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়া ও সমন জারি পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে সমন জারির জন্য পর্যাপ্ত কারণের সন্তুষ্টির জন্য কারণ নথি করতে হবে কিনা, এই প্রশ্নে আদালত রায় দিয়েছে যে: পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেট চার্জশিট, সাক্ষীদের জবানবন্দি এবং পুলিশ কর্তৃক তদন্তকালে সংগৃহীত অন্যান্য প্রমাণের সুবিধা পান। এভাবে সংগৃহীত প্রমাণ ও উপাদানগুলি তদন্তকারী কর্মকর্তার স্তরে যাচাই করা হয় এবং এরপর চার্জশিট দাখিল করা হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, চার্জশিট দাখিল করার আগে সরকারি কৌঁসুলির মতামতও নেওয়া হয়- এরপর, ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল অভিযুক্তের কাছে সমন জারির আদেশ দিতে হয়। অভিযুক্তকে সমন জারির এই আদেশটি ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, যেখানে তিনি পুলিশ রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথি বিবেচনা করে নিশ্চিত হন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কারণ আছে। এই ক্ষেত্রে

ম্যাজিস্ট্রেটকে কোনো কারণ নথি করতে হয় না- বর্তমান মামলায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ এর অধীনে অপরাধের জন্য পুলিশ কর্তৃক দাখিল করা চার্জশিট বিবেচনা করে অপরাধটি আমলে নেওয়া হয়েছিল। প্রক্রিয়া জারির আদেশে তার সন্তুষ্টির জন্য স্পষ্টভাবে কারণ নথি না করলেও, এটি কোনো অবৈধতার শিকার হয়নি।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩- ধারা ১৯০,২০৪-প্রক্রিয়া জারি করা-আদেশঃ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য, শুধুমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা দেখতে হবে-প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, আদালতকে 'ইকোর্ড'-এর উপর উপকরণগুলির প্রমাণমূলক মূল্য মূল্যায়ন করতে হবে না-আদালতকে অবশ্যই চার্জশিটে অভিযোগ এবং উপস্থাপিত প্রমাণের প্রতি তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে-আদালত মামলার যোগ্যতা এবং দুর্বলতাগুলি পরীক্ষা করতে পারে না এবং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণের পর্যাপ্ততা নির্ধারণ করতে পারে না-আদালতকেও সম্ভাব্য ছাড়পত্র শুরু করার প্রয়োজন হয় না-একইভাবে, 'সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা' জারি করার সময় বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না যদি না কোনও আইনি বাধা হিসাবে অভিযুক্ত দায়বদ্ধ হয়।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-সংশোধনমূলক এখতিয়ার-এর পরিধি ধারা ৩৯৭-এর অধীনে পুনর্বিবেচনার শুনানির সময়, হাইকোর্ট আপিল আদালত হিসাবে বসে না এবং নিম্ন আদালতের রায় বিকৃতি ভোগ না করা পর্যন্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করবে না-তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট ছিলেন যে চার্জশিট এবং তার উপর উপস্থাপিত উপকরণগুলির উপর ভিত্তি করে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে-হাইকোর্ট মামলার যোগ্যতা এবং দুর্বলতা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপন করেছিল-পেনাল কোড, ১৮৬০-ধারা ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ ১ এটা ঠিক যে, জারি করার প্রক্রিয়ার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট প্রধানত অভিযোগের ভিত্তিতে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল সন্তুষ্ট হতে হয় যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। সমন জারি করার সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে স্পষ্টভাবে কারণগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে বলে তার সন্তুষ্টির জন্য।

পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম বিশেষ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্যরা (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৭৪৯: [১৯৯৭] ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২; ভূষণ কুমার এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং আরেকজন (২০১২) ৫ এস. সি. সি ৪২৪: [২০১২] ২ এস. সি. আর ৬৯৬; মেহমুদ ইউ. আই রেহমান বনাম খাজির মহম্মদ টুন্ডা এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১২ এস. সি. সি ৪২০: [২০১৫] ৪ এস. সি. আর ৮৪১-প্রয়োগযোগ্য নয়।

১.২। ধারা ১৯০(১)(খ) ফৌজদারি কার্যবিধি পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে যেকোনো অপরাধ আমলে নেওয়া সংক্রান্ত। ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে মামলা চালানোর মতো যথেষ্ট কারণ নেই, তাহলে তিনি ধারা ২০৩ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী দায়ের করা অভিযোগ খারিজ করতে পারেন এবং এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সংক্ষেপে এর কারণ নথি করতে হবে। যদি ধারা ২০৩ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী কোনো অভিযোগ খারিজ না হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী প্রক্রিয়া জারি করেন। ধারা ২০৩ এবং ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি এর সম্মিলিত পাঠ থেকে দেখা যায় যে, একটি অভিযোগ খারিজ করার জন্য কারণ নথি করা উচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে, পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচার আমলে নেওয়া হয়েছে। একটি পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুরু হওয়া ওয়ারেন্ট মামলায়, ধারা ২৩৯ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী, পুলিশ রিপোর্ট এবং ধারা ১৭৩ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী এর সাথে দাখিল করা নথি বিবেচনা করার পর, ম্যাজিস্ট্রেট বিবাদী এবং রাষ্ট্রপক্ষ উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে আসামিকে খালাস দেবেন, যদি ম্যাজিস্ট্রেট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগকে ভিত্তিহীন মনে করেন এবং এর কারণ নথি করেন।

রাজ কুমার আগরওয়াল বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন ১৯৯৯ সিআরএলজে ৪১০১-অনুমোদিত।

১.৩। অভিযুক্তকে তলব করার ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে মামলার গুণ ও দোষ পরীক্ষা করা এবং সংগৃহীত উপকরণগুলি দোষী সাব্যস্ত করার সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত কিনা তা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আদালতকে প্রমাণ এবং তার গুণাবলী মূল্যায়ন করার প্রয়োজন নেই। ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অভিযুক্তকে তলব করার জন্য যে মান গ্রহণ করতে হবে তা অভিযোগ গঠনের সময় একই নয়। ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর

অধীনে সমন জারির জন্য ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি হলো "অগ্রসর হওয়ার মতো পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে...। অন্যদিকে, অভিযোগ গঠনের জন্য, ধারা ২৪০ এবং ২৪৬ আই.পি.সি. তে ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি হলো "এটি অনুমান করার কারণ রয়েছে যে অভিযুক্ত একটি অপরাধ করেছে...। পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়া এবং ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে সমন জারির পর্যায়ে মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। মামলার তদন্তের পর পুলিশ যে চার্জশিট এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রাদি দাখিল করেছে, তা ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে সমন জারির জন্য অগ্রসর হওয়ার পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.৪ পুলিশ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিচার করার ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের সময় পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত চার্জশিট, সাক্ষীদের বিবৃতি এবং অন্যান্য প্রমাণের সুবিধা পান। তদন্তকারী কর্মকর্তা/এস. এইচ. ও তদন্তের নিয়ম অনুসারে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানগুলির সাথে ১ ডি মেনে পরিচালিত তদন্তের সময় প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন। এইভাবে সংগৃহীত প্রমাণ এবং উপকরণগুলি তদন্তকারী কর্মকর্তার স্তরে পরীক্ষা করা হয় এবং তারপরে চার্জশিট দাখিল করা হয়। যথাযথ ক্ষেত্রে, চার্জশিট দাখিল করার আগে পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামতও নেওয়া হয়। আদালত এইভাবে পুলিশ কর্তৃক তার সামনে রাখা উপকরণগুলির সাথে পুলিশ প্রতিবেদনের সুবিধা পায়। ১৯০ (১) (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কোনও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট প্রক্রিয়াটি জারি করার নির্দেশ দেন। এই ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রক্রিয়াটি জারি করার কারণ নথিভুক্ত করতে হবে না। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আইপিসি-র ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা চার্জশিট বিবেচনা করে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল, প্রক্রিয়াটি জারি করার জন্য তার সন্তুষ্টির কারণগুলি স্পষ্টভাবে নথি না করে প্রক্রিয়াটি জারি করার আদেশটি কোনও আইনি বৈধতা ভোগ করে না।

২. ধারা ৩৯৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার আদেশের বিরুদ্ধে সংশোধন বজায় রাখা যায় কি নাঃ -

২.১ একক বিচারক এই ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়ে সঠিক করেননি যে, মামলাটি জাল বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করার একটি

সাধারণ ঘটনা ছিল। হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাই ও হংকং-এ অবস্থিত সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর জন্য মামলাটি একটি জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ ছিল। 'এই সংস্থাগুলি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে লেটার্স অফ ক্রেডিট খুলেছিল এবং জাল বিল অফ এন্ট্রি উপস্থাপন করে প্রতারণামূলক ভুল উপস্থাপনের উপর যে এই প্রবেশের বিলগুলি আসল এবং হীরার প্রকৃত আমদানি করা হয়েছিল। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতারণামূলকভাবে দুবাই ও হংকংয়ের বিদেশী সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রায় এই পরিমাণ পাঠাতে প্ররোচিত করা হয়েছিল।

২.২। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতি পাঠ করলে প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নগদ টাকা সংগ্রহ করছিল এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের কাছে পাঠাচ্ছিল এবং এর মাধ্যমে বিদেশে অবৈধভাবে নগদ অর্থ স্থানান্তরের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করছিল। একক বিচারক পর্যবেক্ষণ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যবসা ও অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতি কেবল গুজব এবং তিনি কখনও বলেননি যে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিবাদীর সাথে মোকাবিলা করেছেন। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্য গুজবের প্রকৃতির কিনা এবং এটি 'সমসাময়িক ব্যাখ্যা' দ্বারা সমর্থিত কিনা এবং এটি 'রেস গেস্টে'-র আওতায় পড়বে কি না এবং এটি গ্রহণযোগ্য কি না তা কেবল দেখা যায়। বিচারের সময়। উভয় পক্ষের যুক্তির গুণাগুণ এখনই খতিয়ে দেখা যাবে না কারণ একই বিষয় উত্থাপন করতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে শুধুমাত্র বিচারের সময়। অঙ্গদিয়াদের এখনও আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি। বিচারের সময়, অঙ্গদিয়াদের পরীক্ষা করার সময়, অভিযুক্ত লেনদেনের সাথে অভিযুক্তকে যুক্ত করার প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলির সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রসিকিউশনের পক্ষে উন্মুক্ত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য, কেবল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা দেখতে হবে। প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, আদালতকে রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলির প্রমাণমূলক মূল্য মূল্যায়ন করতে হবে না। আদালত মামলার গুণ ও দোষ পরীক্ষা করবে না এবং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণের পর্যাপ্ততা নির্ধারণ করবে না।

নূপুর তলোয়ার বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং আরেকজন (২০১২) ১১ এস. সি. সি ৪৬৫: [২০১২] ৬ এস. সি. আর ৭২৩-এর উপর নির্ভরশীল।

অমর নাথ এবং অন্যান্যরা বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং আরেকজন (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি. ১৩৭: [১৯৭৮] ১ এস. সি. আর. ২২২; কে. কে. প্যাটেল এবং আরেকজন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০০০) ৬ এস. সি. সি. ১৯৫: [২০০০] ১ সম্পুরক এস. সি. আর. ৩১২; উর্মিলা দেবী বনাম যুধবীর সিং (২০১৩) ১৫ এস. সি. সি. ৬২৪: [২০১৩] ১৬ এস. সি. আর. ৫৪২; বলরাম প্রসাদ আগরওয়াল বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা (১৯৯৭) ৯ এস. সি. সি. ৩৩৮: [১৯৯৬] ৯ সম্পুরক এস. সি. আর. ৭৫২; ভোলু রাম বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৮) ৯ এস. সি. সি. ১৪০: [২০০৮] ১২ এস. সি. আর. ৯৫৯-উল্লিখিত।

৩.১ একক বিচারপতির এই বক্তব্য সঠিক ছিল না যে, নগদ কালো টাকা সাদা করার ক্ষেত্রে এবং জাল প্রবেশপত্রের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলিকে প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে এবং হংকং ও দুবাইতে অবস্থিত বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণের ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা ছিল না। একক বিচারক রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সামগ্রীগুলি সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন যা প্রাথমিকভাবে বিবাদীর ভূমিকার ইঙ্গিত দেয় যে তিনি প্রেরিতদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন এবং অঙ্গদিয়া ফার্মের মাধ্যমে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের কাছে পাঠাতেন, যিনি পরিবর্তে এমজে দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস-এর মাধ্যমে জমা দিতেন, যে অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে বিদেশে স্থানান্তরিত হত। বিবাদীর ভাই স্বীকার করেছেন যে অভিযুক্ত-এমজে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চে সংস্থা থেকে বিবাদী-অভিযুক্তের নির্দেশে তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা হয়েছিল। বিবাদী-অভিযুক্তের ভাই প্রকৃত ঋণ লেনদেন হিসাবে অর্থ পেয়েছিলেন কিনা বা এটি কমিশনের অংশ ছিল কিনা, এই প্রশ্নটি বিচারের পর্যায়ে তখনই পরীক্ষা করা যেতে পারে যখন পক্ষগুলি মৌখিক বা ডকুমেন্টারি প্রমাণ পেশ করে। এছাড়াও, বিবাদীদের ব্যাঙ্ক বিবৃতি পর্যালোচনায় এম/এস ন্যাচারাল ট্রেডিং কোম্পানির কাছ থেকে বিবাদীদের অ্যাকাউন্টে মোট ১,০০০ টাকার চারটি লেনদেন দেখানো হয়েছে। উপরন্তু, এম/এস নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্যাঙ্ক বিবৃতি পর্যালোচনার মাধ্যমে, বিবাদীদের মালিকানাধীন সংস্থা, লেনদেনগুলি -এর সুরে দেখিয়েছে। অভিযুক্ত-এম. বিচারপতি-এর একটি ব্যবসায়িক সংস্থার কাছ থেকে ফার্মের অ্যাকাউন্টে আনুমানিক ১০০০ টাকা।

৩.২ এই যুক্তি যে, যে দুটি সংস্থা বিবাদী এবং তার ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে ১৬,০০,০০,০০০/- টাকার পরিমাণ পাঠিয়েছে, যা 'কমিশন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়নি বা তার পরিচালক/অংশীদারকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়নি যা গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র বিচারের সময়, উপরের দুটি সংস্থা থেকে বিবাদীর অ্যাকাউন্টে অর্থের ট্রেইল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৬,০০,০০,০০০/- টাকার বিশাল পরিমাণ পাওয়ার পরে, বিচারের সময় অভিযুক্তের পক্ষে তার প্রতিরক্ষা আবেদনটি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যে অর্থ তার ব্যবসায়িক লেনদেনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তির মাধ্যমে। বিবাদী-অভিযুক্ত এবং তার সংস্থার অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা এবং অভিযুক্তের ভাইয়ের দ্বারা অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণ সম্বলিত রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত ব্যাঙ্ক বিবৃতিটি হল প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ এবং উপকরণগুলি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না যা বিবাদী গ্রহণ করছেন যে এই ধরনের ক্রেডিটগুলি তার ব্যবসায়িক লেনদেনের নিয়মিত প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

৪। ধারা ৩৯৭ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে পুনর্বিবেচনার শুনানির সময়, হাইকোর্ট আপিল আদালত হিসাবে বসে না এবং নিম্ন আদালতের রায় বিকৃতির শিকার না হলে প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করবে না। অভিযোগপত্র এবং তার উপর উপস্থাপিত উপকরণের উপর ভিত্তি করে যখন ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, তখন একক বিচারক মামলার যোগ্যতা ও দুর্বলতা পরীক্ষা এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৯৭] ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২	প্রযোজ্য না	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১২] ২ এস. সি. আর ৬৯৬	প্রযোজ্য না	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১৫] ৪ এস. সি. আর ৮৪১	প্রযোজ্য না	অনুচ্ছেদ ১৬
১৯৯৯ সিআর এলজে ৪১০১	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৭৮] ১ এস. সি. আর ২২২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০০০] ১ সম্পূরক এস. সি. আর ৩১২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৩] ১৬ এস. সি. আর ৫৪২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৪
[১৯৯৬] ৯ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৫২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৩
[২০১২] ৬ এস. সি. আর ৭২৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৭
[২০০৮] ১২ এস. সি. আর ৯৫৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪৩

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৪।

২০১৭ সালের ২৬৪ নং ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ০৩.০৫.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

প্রিতেশ কাপুর, সুশ্রী হেমন্তিকা ওয়াহি, সুশ্রী জেসল ওয়াহি, মিস পূজা সিং, সুশ্রী বিশাখা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

মুকুল রোহতগি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, নীরজ কিষাণ কৌল, সমীর রোহতগি, মিস দীক্ষা রায়, আশিষ বাত্রা, সার্থক সচদেব, ওয়াট্টান শর্মা, আকת'ש প্রধান, ইশান বিস্ত, পালক মহাজন, অমিত কে. নাইন, বরুণ মাথুর, বিরেন সিবাল, বিবেকানন্দ বোম্মিনেনি, দিব্যাংশু শ্রীবাস্তব, নিখিল রোহতগি, আশিষ বাত্রা বিবাদীর পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেছিলেন

আর. বানুমাতাল, বিচারপতি ১। অনুমতি মঞ্জুর।

২। এই আপিলটি গুজরাট হাইকোর্টের ২০১৭ সালের ফৌজদারি সংশোধনের অনুমতি দেওয়ার তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যার মাধ্যমে হাইকোর্ট সুরাটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত তারিখের আদেশটি বাতিল করে দিয়েছে যার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি মামলায় পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিটের ভিত্তিতে আইপিসি ৪২০,৪৬৫,১৬৭,৪৬৮,৪৭১,৪৭৭ক এবং ১২০-খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন এবং বিবাদী-অভিযুক্তদের প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩. মামলার সংক্ষিপ্ত বাস্তবতা হল যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এম/এস আর. এ. ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। হেজিং যে তারা একটি ষড়যন্ত্র করেছে এবং এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বলেছে যে তাদের সংস্থা বিদেশী বাজার থেকে রুক্ষ হীরা এবং পালিশ করা হীরা আমদানি করছে এবং সুরাট ও মুম্বাইয়ের স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি করছে এবং এই বলে সুরাটের উপ-কারাগারের বিপরীতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, শ্যাম চেম্বার্সে একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এম/এস আরএ ডিস্ট্রিবিউটরদের দ্বারা উপস্থাপিত বিল অফ এন্ট্রি যাচাইয়ের পরে, ১৭ টি বিল অফ এন্ট্রি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল যে এম/এস আরএ ডিস্ট্রিবিউটররা মিথ্যা এবং ভুয়ো স্বাক্ষর এবং কাস্টমের স্ট্যাম্প তৈরি করেছিল। আধিকারিকরা পুরোপুরি জেনে যে সেই বিল অফ এন্ট্রি ভুয়ো, প্রতারণামূলকভাবে জমা দিয়েছিলেন যেন সেগুলি সত্য এবং আসল এবং

তাদের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, শ্যাম চেম্বার্স, অপরদিকে, সাব-জেল, সুরাটের মধ্যে হাজির করে এবং (১) মেবুক ট্রেডিং এফজেড, দুবাই (০২) নিপ্পন কর্পোরেশন লিমিটেড হংকং (০৩) কর্নেল ট্রেডিং (এইচকে) লিমিটেড হংকং (০৪) অল আলমাস এফজেড লিমিটেড। হংকং, (০৫) এস আল সাবা জেনারেল ট্রেডিং এফজেড, দুবাই, (০৬) ডেইমার জেমস জেওয়েলি (এলএলসি) লিমিটেড হংকং এবং এর মাধ্যমে ভারত সরকার প্রতারণা করেছে।

৪. উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, ২০১৪ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের এফআইআর নং ১৬/২০১৪ এম/এস আর.এ. ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর পরিচালক শৈলেশ রমেশভাই প্যাটেল ও অনিকেত অশোক আম্বেকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগকারী তার অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন যে, অভিযোগে উল্লিখিত অভিযুক্তরা একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং মোট ১৭টি বোগাস ও জাল বিল অফ এন্ট্রি জমা দিয়েছিল। তারা এই জাল বিল অফ এন্ট্রিগুলি আইসিআইসিআই ব্যাংক, সুরাটে জমা দিয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাই এবং হংকংয়ের বিভিন্ন কোম্পানিতে ১০৪,৬০,৯৯,০৮২/- টাকা অবৈধভাবে স্থানান্তর করে ভারত সরকারের সাথে প্রতারণা করেছিল। এই এফআইআর-এ বর্তমান বিবাদীর নাম ছিল না।

৫. তদন্ত চলাকালীন, ২০১৪ সালের ১লা আগস্ট তারিখে একজন প্রফুল্লভাই মোহনভাই প্যাটেলের জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী নথি করা হয়। প্রসিকিউশনের দাবি অনুযায়ী, প্রফুল্লভাই প্যাটেলের এই জবানবন্দিটি বিবাদী-অভিযুক্ত আফরোজ মোহাম্মদ হাসানফাট্টা এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যেমন মদনলাল মানিকচাঁদ জৈন ও অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানিকে জড়িত করে। প্রসিকিউশনের বক্তব্য হলো যে, উল্লিখিত অভিযুক্তরা অন্যদের সাথে মিলে হাওয়ালার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করে ভারত সরকারকে প্রতারিত করার জন্য একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬. অন্যান্য সাক্ষী যেমন এস. বাবুল্লাল আংগাদিয়ার অংশীদার বাবুভাই কানজিভাই প্যাটেল এবং বাবুল্লাল আংগাদিয়ার ম্যানেজার প্রবীণভাই জেঠাভাই প্যাটেলের জবানবন্দি ২০১৪ সালের ১১ই আগস্ট নথি করা হয়। ২০১৪ সালের ১৮ই আগস্ট ফৌজদারি মামলা নং ৪৭৭১৫/২০১৪-এ সুনীল আগরওয়াল এবং রতন আগরওয়াল নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারা অনুযায়ী চার্জশিট দাখিল করা হয়। এই চার্জশিটে, বিবাদী-অভিযুক্তকে 'সন্দেহভাজন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিবাদী-অভিযুক্ত আফরোজ হাসানফাট্টাকে ২০১৪ সালের ২০শে আগস্ট ডি.সি.বি. পুলিশ স্টেশন, সুরাটের পুলিশ কর্মকর্তারা এফআইআর নং ১৬/২০১৪ এর তদন্তের

জন্য গ্রেপ্তার করেন। প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩(৮) ধারা অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মদনলাল মানিকচাঁদ জৈনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা নং ৫৫২৫৯/২০১৪-এ দাখিল করা হয়। আপিলকারীর মতে, এই প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে, বিবাদী-অভিযুক্তকে বিবাদী হিসেবে যোগ করা হয়নি কারণ বিবাদী-অভিযুক্তের ক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিলের আইনানুগ সময়সীমা তখনও শেষ হয়নি।

৭। আরও তদন্ত চলাকালীন, সাক্ষী সিএ সুরেন্দ্র ধরেভা, অমৃতভাই নরোত্তমদাস প্যাটেল এবং অভিযুক্ত জাফর মহম্মদ হাসানফট্টার বড় ভাইয়ের বিবৃতি ১৬১ ধারার অধীনে নথি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষের মতে, বিবাদী-অভিযুক্তের বড় ভাই জাফর মহম্মদ হাসানফট্টার উক্ত বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে, সহ-অভিযুক্ত মদনলাল জৈনের মালিকানাধীন আরটিজিএস টম ন্যাচারাল ট্রেডিং কোম্পানির মাধ্যমে তাঁর ভাই জাফর মহম্মদ হাসানফট্টার অ্যাকাউন্টে তাঁর ভাই জাফর মহম্মদ হাসানফট্টার অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করেছেন। অভিযুক্ত-অভিযুক্ত নীল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের একমাত্র মালিক, সমীর জিকার গোহিলের বিবৃতি, নীল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজার বলেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নানপুরা শাখায় অভিযুক্তদের অ্যাকাউন্টের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট '৩১.১২.২০১৩' থেকে '২৫.০৩.২০১৪'-এ প্রতিফলিত হয় যদি ন্যাচারাল ট্রেডিং কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে অভিযুক্তদের কোম্পানি-নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনে অর্থ স্থানান্তর করা হয়। নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের আরও ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট মদনলাল জৈনের মালিকানাধীন গঙ্গেশ্বর মার্চেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হওয়ার কথাও প্রতিফলিত করে, আরও তদন্তের ভিত্তিতে, যেমন সাক্ষীদের বিবৃতি, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং অভিযুক্ত এবং মদনলাল জৈন ও অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে কল রেকর্ডের বিবরণের অনুলিপি, দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিট দায়ের করা হয় যাতে অভিযুক্ত নম্বর ১ এবং অভিযুক্ত নম্বর ২ হিসাবে অমিত অরফে বিলাল হারুন গিলানিকে অভিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিটের ভিত্তিতে, ফৌজদারি মামলায় আই. পি. সি-র ৪২০,৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮,৪৭১,৪৭৭ক এবং ১২০খ ধারার অধীনে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করার নির্দেশ দেন যার মধ্যে বিবাদী আফরোজ হাসানফট্টাও রয়েছেন।

৮. হাইকোর্ট ২০১৫ সালের ৫ই মার্চ তারিখের আদেশে এফআইআর নং ১৬/২০১৪-এ বিবাদী-অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করে। বিবাদী-অভিযুক্ত ২০১৭ সালের ফৌজদারি রিভিশন অ্যাপ্লিকেশন নং ২৬৪ এর মাধ্যমে গুজরাট হাইকোর্টে সুরাটের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২০১৪ সালের ১৫ই নভেম্বরের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। হাইকোর্ট ২০১৭ সালের ২৪শে মার্চ তারিখের আদেশে রিভিশন দাখিল করতে ৭৬৬ দিনের বিলম্ব মওকুফ করে। ২০১৭ সালের ৩রা মে তারিখের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা, মাননীয় একক বিচারক ফৌজদারি

রিভিশন মঞ্জুর করেন এবং সুরাটের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২০১৪ সালের ১৫ই নভেম্বরের দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট নং ৬২৮৫১/২০১৪-এর ভিত্তিতে অপরাধের বিচার আমলে নেওয়া এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ ধারায় বিবাদী-অভিযুক্তকে সমন জারির নির্দেশ বাতিল করেন। হাইকোর্ট রায় দেয় যে, জালিয়াতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কথিত অপরাধের সাথে বিবাদী-অভিযুক্তের কোনো সংযোগ নির্দেশ করার মতো কোনো প্রত্যক্ষ বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ নেই। হাইকোর্ট আরও রায় দেয় যে, বিবাদী তার অপ্রকাশিত নগদ আয় হাওয়ালার মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে বিদেশে পাঠাচ্ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই, অথবা তিনি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে নগদ অর্থ গ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশী কোম্পানিতে হাওয়ালার মাধ্যমে কমিশন লাভের জন্য পাঠাচ্ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। হাইকোর্ট রায় দেয় যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার সাহায্যে অভিযুক্তকে জড়ানোর অভিযোগও কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।

বিষয়বস্তুঃ

৯. আপিলকারী-রাষ্ট্রের আইনজীবী শ্রী প্রিতেশ কাপুর বলেন যে, বার বার সমন জারি করার সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, "কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে" এবং দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিট সহ দায়ের করা উপকরণের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধগুলি বিবেচনা করেন এবং বিবাদী এবং অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানিকে সমন জারি করার নির্দেশ দেন এবং এটি অনুমান করা উচিত ছিল না। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে সমন জারি করা, একটি অন্তর্বর্তী আদেশ হওয়ায়, তার পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্টের সমন জারি করার আদেশ বাতিল করা উচিত ছিল না। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেছিলেন যে ঝোঁকযুক্ত একক বিচারক প্রবেশের বিলগুলির জালিয়াতির একটি সাধারণ মামলা হিসাবে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন এবং এই বিষয়টি মাথায় রাখেননি যে বর্তমান মামলাটি সংস্থাগুলির একটি জাল স্থাপন করে "হাওয়ালার" মাধ্যমে দুবাই এবং হংকংয়ের বিদেশী সংস্থাগুলিতে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের একটি জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ। সিদ্ধান্তের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, আপিলকারী-রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন যে সমন জারি করার পর্যায়ে আদালত মামলার যোগ্যতা এবং দুর্বলতা পরীক্ষা করবে না এবং সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা পরীক্ষা করা হবে না।

১০। বিপরীতক্রমে, বিবাদীর পক্ষে আইনজীবী, মুকুল রোহতগি, যুক্তি দিয়েছেন যে, একজন অভিযুক্তকে তলব করা একটি অত্যন্ত গুরুতর পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে রেকর্ডভুক্ত প্রমাণ কঠোরভাবে পরীক্ষা করা উচিত এবং

তলবের আদেশে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক প্রয়োগ প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক নির্ভর করা প্রফুল প্যাটেলের ২০১৪ সালের ১লা আগস্টের কথিত জবানবন্দিটিকে হাইকোর্ট সঠিকভাবে শুনে পাওয়া কথা এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছে। সিনিয়র আইনজীবী আরও বলেছেন যে, আংগাড়িয়ারা এবং প্রফুল প্যাটেল, যিনি আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোম্পানিগুলোতে আরটিজিএস এর মাধ্যমে নগদ অর্থ স্থানান্তর করেছেন বলে অভিযোগ, তারা কথিত অর্থ প্রবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতেন। অথচ তাদের অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়নি এবং প্রফুল প্যাটেলের জবানবন্দি সম্পর্কে রাজ্যের দাবি কোনো যোগ্যতার ভিত্তিতে টিকে না। সিনিয়র আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোম্পানিগুলির সাথে এবং হংকং ও দুবাইভিত্তিক অন্যান্য বিদেশী কোম্পানিগুলির সাথে বিবাদীর কোনো সংযোগ স্থাপনের জন্য একেবারেই কোনো প্রমাণ নেই, যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কোনো প্রমাণের অনুপস্থিতিতে, মাননীয় একক বিচারক সঠিকভাবে রায় দিয়েছেন যে বিবাদীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল না এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১১. বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল বহু রায়ের উপর নির্ভর করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করবেন, এই বিষয়টি নির্বিশেষে যে পুলিশ রিপোর্ট বা অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং আরেকজন এর উপর নির্ভর করে। বিশেষ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্যরা (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯, বিদ্বান, প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর অপরাধ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি বুদ্ধির প্রয়োগের ইঙ্গিত দেওয়ার কারণহীন এবং বিতর্কিত আদেশটি হাইকোর্ট দ্বারা যথাযথভাবে বাতিল করা হয়েছিল।

১২. আমরা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেছি এবং তিনি যে রায় এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন, তা বিবেচনা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছেঃ-

1. ১৯০ (১) (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেওয়ার সময়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে বলে সন্তুষ্টির কারণ নথিভুক্ত করা আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক কিনা?

2. ধারা ৩৯৭ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিবাদীকে সমন জারি করা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ একক বিচারক সঠিক ছিলেন কিনা অভিযুক্ত?

১৯০ (১) (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে কোনও অপরাধের বিচার করার সময়, আদালতকে সমন জারি করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তিতে সন্তুষ্টির কারণ নথিভুক্ত করতে হবে কি নাঃ-

১৩. সুনীল আগরওয়াল এবং রতন আগরওয়ালের মতো অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১৮.০৮.২০১৪-এ ফৌজদারি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। প্রথম চার্জশিটে, বিবাদী-আফরোজ 'মহম্মদ হাসানফাত্তাকে (একজন ফ্রোজ হাসানফাত্ত) সন্দেহভাজন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ফৌজদারি মামলা নং ৬২৮৫ ১/২০১৪-এ দায়ের করা দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিটে, বিবাদী-এ ফ্রোজকে অভিযুক্ত নম্বর ১ এবং অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানিকে অভিযুক্ত নম্বর ২ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিটে, রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীদের বক্তব্যের পাশাপাশি বিবাদী-এ ফ্রোজ হাসানফট্টা এবং তাঁর সংস্থা-নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রবাহ সম্পর্কে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক লেনদেনের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিটটি বিবেচনা করার আদেশ এবং বিবাদীকে সমন জারি করার আদেশ-আফরোজ হাসানফট্টা নিম্নরূপঃ-

"আইপিসি ধারা ৪২০,৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮ ইত্যাদির অপরাধের জন্য চার্জশিট/অভিযোগ বিবেচনা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হবে।"

১৪। বিবাদী-অভিযুক্তের প্রথম এবং সর্বাগ্রে যুক্তি হল যে, অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং সমন জারি করার আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে, ম্যাজিস্ট্রেট মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তাঁর মন প্রয়োগ করেছেন এবং বর্তমান মামলায়, কারণ নথিভুক্ত না করে প্রক্রিয়া জারি করার আদেশটি হাইকোর্ট যথাযথভাবে বাতিল করে দিয়েছে। তাদের এই যুক্তির সমর্থনে যে সমন জারি করার আদেশটি অবশ্যই মনের প্রয়োগের কারণগুলি নথি করতে হবে, পেপসি ফুডস লিমিটেডের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছিল। বিবাদী-অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত হয়ে জেমড সিনিয়র কাউন্সেলের জমা দেওয়ার দ্বিতীয় অঙ্গটি হল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা মনের প্রয়োগ নির্দেশ করে একটি আদেশ থাকতে হবে, এই সন্তুষ্টির জন্য যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, তা নির্বিশেষে যে এটি পুলিশের চার্জশিট হোক বা ব্যক্তিগত অভিযোগ।

১৫. এটা মোটামুটি ঠিক যে, জারি করার প্রক্রিয়ার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট প্রধানত অভিযোগের ভিত্তিতে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল সন্তুষ্ট হতে হয় যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। এটি মোটামুটিভাবে নিষ্পত্তি যে সমন জারি করার সময়,

ম্যাজিস্ট্রেটের স্পষ্টভাবে তার সন্তুষ্টির কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। রিলায়েন্সকে ভূষণ কুমার এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং আরেকজন একটি (২০১২) ৫ এসসিসি ৪২৪-এর উপর রাখা হয়েছিল যেখানে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ -

"১১। চিফ এনফোর্সমেন্ট অফিসার বনাম ভিডিওকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০০৮) ২ এসসিসি ৪৯২ (এসসিসি পৃ. ৪৯৯, অনুচ্ছেদ ১৯)-এ "জ্ঞান" অভিব্যক্তিটি এই আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে "এর অর্থ কেবল" সচেতন হওয়া "এবং যখন কোনও আদালত বা বিচারকের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি" বিচারিকভাবে বিজ্ঞপ্তি নেওয়া "বোঝায়। এটি সেই বিষয়টিকে নির্দেশ করে যখন কোনও আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে কার্যধারা শুরু করার লক্ষ্যে কোনও অপরাধের বিচারিক বিজ্ঞপ্তি নেন।" এটি কার্যধারা শুরু করার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস; বরং এটি ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের দ্বারা কার্যধারা শুরু করার পূর্বশর্ত। ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নয়, মামলাগুলির ক্ষেত্রে বিচার গ্রহণ করা হয়। আইনের ১৯০ ধারার অধীনে, অভিযোগের বিবরণে বিচার বিভাগীয় মনের প্রয়োগই 'বিচার' গঠন করে। এই পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না এবং দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না। দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ কেবল বিচারের সময়ই নির্ধারণ করা যেতে পারে, তদন্তের পর্যায়ে নয়। যদি কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে আইনের ২০৪ ধারার অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১২. "সমন" হল আদালত কর্তৃক জারি করা একটি প্রক্রিয়া যা কোনও ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানায়। এটি আইন লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তিকে তার আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায়, সমনটি সেই ব্যক্তির কাছে ঘোষণা করবে যার কাছে এটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং যে তারিখে এবং যে সময়ে ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। যে ব্যক্তিকে তলব করা হয়েছে সে আইনত নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে আদালতে উপস্থিত হতে বাধ্য। ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা আইপিসি ধারা ১৭৪ এর অধীনে শাস্তি পেতে বাধ্য।

১৩. ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৪ ধারা ম্যাজিস্ট্রেটকে সমন জারির কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে বাধ্য করে না। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো অপরাধ আমলে নেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের মতে অগ্রসর হওয়ার

মতো যথেষ্ট কারণ থাকে, তাহলে সমন জারি করা যেতে পারে। এই ধারাটি ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি মতামত গঠন করতে বাধ্য করে যে সমন জারির জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান আছে কিনা, কিন্তু ধারায় কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা বাধ্যতামূলক। এর অর্থ হলো, জারি করা সমনের বৈধতা নির্ধারণের জন্য এটি একটি পূর্বশর্ত নয়।" [রেখাঙ্কিত অংশ যুক্ত করা হলো]

১৬. মেহমুদ ইউআই রেহমান বনাম খাজির মহম্মদ টুন্ডা এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১২ এসসিসি ৪২০ মামলায় ভূষণ কুমার, ভিডিওকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং অন্যান্যরা সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করার পরে, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"২০. মামলার আইন সংক্রান্ত বিস্তারিত উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে একটি অপরাধ আমলে নেওয়া হয় আসামিকে সমন জারির উদ্দেশ্যে। যেহেতু এটি নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা যা একটি অপরাধ গঠন করে তার বিচারিক বিজ্ঞপ্তি নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া, তাই অভিযোগের মধ্যে থাকা অভিযোগগুলি, নথি করা বিবৃতি বা পরিচালিত তদন্তের সাথে বিবেচনা করলে আইনের লঙ্ঘন হবে কিনা, এবং এর ফলে একজন ব্যক্তিকে ফৌজদারি আদালতে হাজির হতে বলা যায় কিনা, তা নিয়ে মস্তিষ্কের প্রয়োগ থাকতে হবে। এটি কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা স্বাভাবিক বিষয় নয়। এই আদালত পেপসি ফুডস লি. এবং আরেকজন বনাম স্পেশাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং আরেকজন (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯ মামলায় যেমনটি বলেছেন, একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের প্রক্রিয়া শুরু করা একটি গুরুতর বিষয়।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ (২০) অনুচ্ছেদে একটি অভিযোগ আমলে নেওয়ার প্রসঙ্গে করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ২(ঘ) ধারা অনুযায়ী, অভিযোগের সংজ্ঞায় পুলিশ রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৭। প্রতিনিয়ত বিবাদী-পক্ষীয় সিনিয়র আইনজীবী বিভিন্ন রায়ের উপর নির্ভর করে এই মর্মে যুক্তি দিয়েছেন যে, কগনিজেন্স নেওয়ার সময় আদালতকে কারণ নথিভুক্ত করতে হবে যে, প্রাথমিকভাবে একটি মামলা তৈরি হয়েছে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে সেই অপরাধের জন্য অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিবাদী-পক্ষীয় সিনিয়র আইনজীবী পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং মেহমুদ উল রেহমানের মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে এই মর্মে যুক্তি দিয়েছেন যে, কগনিজেন্স নেওয়ার সময় আদালতকে কারণ নথিভুক্ত করতে হবে যে, প্রাথমিকভাবে একটি মামলা তৈরি হয়েছে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে সেই অপরাধের জন্য অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সমস্ত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এই আদালত রায় দিয়েছেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আসামিকে তলব করার আদেশে অবশ্যই এটি প্রতিফলিত হতে হবে যে, তিনি মামলার তথ্য এবং এর জন্য প্রযোজ্য আইনের উপর তার যুক্তি প্রয়োগ

করেছেন। তবে, যা বোঝা দরকার তা হলো, সেই মামলাগুলি অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধের কগনিজেন্স গ্রহণ করে প্রক্রিয়া জারির সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ২(ঘ) অনুযায়ী, 'অভিযোগ'-এর সংজ্ঞায় পুলিশের রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই মামলাগুলি ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ১৯০(১)(খ) এর অধীনে পুলিশের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কগনিজেন্স নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। সেই মামলাগুলি অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধের কগনিজেন্স নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, মেহমুদ উল রেহমানের মামলায় এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ১৯০(১)(খ) এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি পুলিশ রিপোর্টের সুবিধা থাকে; কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ১৯০(১)(ক) এর অধীনে, তার কাছে শুধুমাত্র একটি অভিযোগ থাকে। সুতরাং, কোডটি নির্দিষ্ট করে যে "একটি অভিযোগ যা একটি অপরাধ গঠন করে এমন তথ্যের ভিত্তিতে"।

১৮. ধারা ১৯০ (১) (ক) ফৌজদারি কার্যবিধি. অভিযোগের বিচারের ব্যবস্থা করে। ধারা ১৯০ (১) (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ১৭৩ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে কোনও অপরাধের বিচার নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। অভিযোগটি ধারা ২ (ঘ) ফৌজদারি কার্যবিধি-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

"২. সংজ্ঞা

"(ঘ)" "অভিযোগ" "অর্থ এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে করা যে কোনও অভিযোগ যে কোনও ব্যক্তি, পরিচিত বা অজানা, কোনও অপরাধ করেছে, তবে এতে পুলিশ রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত নয়।"

অভিযোগের ভিত্তিতে কগনিজেন্স নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় XV - ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ এর ধারা ২০০ থেকে ২০৩ পর্যন্ত দেওয়া আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাখিল করা একটি অভিযোগ ধারা ২০৩ এর অধীনে খারিজ করা যেতে পারে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, মামলাটি অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নেই এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষেপে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন। যদি কোনো অভিযোগ ধারা ২০৩ এর অধীনে খারিজ না হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৪ এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করেন। ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধির একটি পৃথক অধ্যায়ে, অর্থাৎ অধ্যায় XVI - ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যক্রমের সূচনা-তে রয়েছে। ধারা ২০৩ এবং ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধির সম্মিলিত পাঠে দেখা যায় যে, একটি অভিযোগ খারিজ করার জন্য কারণগুলি লিপিবদ্ধ করা উচিত। ওয়ারেন্ট মামলার বিচারের প্রক্রিয়া অধ্যায় XIX - ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ওয়ারেন্ট

মামলার বিচারে দেওয়া আছে। অধ্যায় XIX দুই ধরনের মামলা নিয়ে কাজ করে পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলা এবং পুলিশের রিপোর্ট ছাড়া অন্যভাবে দায়ের করা মামলা। বর্তমান মামলায়, পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে কগনিজেন্স নেওয়া হয়েছে।

১৯। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৯ ধারার অধীনে ওয়ারেন্ট মামলাগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও মামলায়, পুলিশ রিপোর্ট এবং ১৭৩ ধারার অধীনে দায়ের করা নথি বিবেচনা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত এবং রাষ্ট্রপক্ষ উভয়কেই শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবেন, যদি ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগটিকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন এবং তার কারণগুলি নথিভুক্ত করেন। তারপর আসে অধ্যায় XIX-সি -বিচারের সংহতি-ম্যাজিস্ট্রেট ২৪৮ ধারার অধীনে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন বিধান বিবেচনা করে এবং মামলার তিনটি পর্যায় নির্দেশ করে। রাজ কুমার আগরওয়াল বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন ১৯৯৯ সিআরএলজে ৪১০১-এর ক্ষেত্রে সিআরপিসি-র ২০৪ ধারার অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার কারণ নথিভুক্ত করার কোনও প্রয়োজন নেই বলে পর্যবেক্ষণ করে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক বিচারপতি বি কে রাঠি নিম্নরূপ রায় দিয়েছেনঃ

"একটি মামলার তিনটি পর্যায় থাকে। প্রথমটি হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ অনুযায়ী প্রসেস জারির সময়, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অনুযায়ী চার্জ গঠনের আগে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ ও ডিফেন্সের সম্পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ নথি করার পর। প্রশ্ন হলো, ম্যাজিস্ট্রেটকে কি এই তিনটি পর্যায়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করতে হবে এবং তার সন্তুষ্টির কারণ নথি করতে হবে? যদি এই মত গ্রহণ করা হয়, তাহলে দ্রুত নিষ্পত্তি একটি স্বপ্ন হয়ে থাকবে। আমার মতে, এই তিনটি পর্যায়েই গুণাগুণ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের বিবেচনা ভিন্ন ভিন্ন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ অনুযায়ী প্রসেস জারির পর্যায়ে মামলার গুণাগুণ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন নেই। মামলা তদন্তের পর পুলিশ চার্জশিট জমা দিয়েছে, এই বিষয়টি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ অনুযায়ী প্রসেস জারির পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, এই পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, অভিযোগটি কোনো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা...। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ অনুযায়ী প্রসেস জারির পর্যায়ে, যদি অভিযোগটি কোনো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হয়, তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই এবং কারণ নথি করারও প্রয়োজন নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৩৯ বা ২৪০ অনুযায়ী চার্জ গঠনের পর্যায়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ খুব সংক্ষেপে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও সেই পর্যায়েও ম্যাজিস্ট্রেটকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে এবং বিস্তারিত কারণ নথি করতে হবে না।

৮. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৩ এবং ২০৪ এর সাধারণ পাঠে দেখা যায় যে, ধারা ২০৩ এর অধীনে অভিযোগ খারিজের জন্য কারণ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এর বিপরীতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীনে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং, এই মামলায় কারণ লিপিবদ্ধ না করে প্রসেস জারির আদেশ কোনো বেআইনি কিছু নয়।" [নিচে দাগ দেওয়া অংশ যোগ করা হয়েছে]

আমরা বিচারকের নেওয়া উপরের মতকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।

২০. মেহমুদ আলি রেহমানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে, এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০(১)(খ) এর অধীনে পুলিশের দাখিলকৃত চার্জশিটের ভিত্তিতে কগনিজেন্স গ্রহণ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০(১)(ক) এর অধীনে একটি ব্যক্তিগত অভিযোগের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন এবং রায় দিয়েছেন যে:

"২১. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০(১)(খ) এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি পুলিশ রিপোর্টের সুবিধা থাকে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০(১)(গ) এর অধীনে, তার কাছে একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য বা জ্ঞান থাকে। কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০(১)(ক) এর অধীনে, তার কাছে শুধুমাত্র একটি অভিযোগ থাকে। তাই, কোডটি নির্দিষ্ট করে যে "একটি অভিযোগ যা একটি অপরাধ গঠন করে এমন তথ্যের ভিত্তিতে"। সুতরাং, যদি অভিযোগটি প্রথম দর্শনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়া প্রকাশ না করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০(১)(ক) এর অধীনে কগনিজেন্স নেবেন না। অভিযোগটি সরাসরি বাতিল করা হবে।"

২১. আসামিকে তলব করার ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য মামলার গুণাগুণ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করা এবং সংগৃহীত উপাদানগুলি দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট কিনা তা দেখা অপরিহার্য নয়। আদালতকে সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং এর গুণাগুণ মূল্যায়ন করতে হবে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীনে আসামিকে তলব করার জন্য যে মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়, তা চার্জ গঠনের সময়ের মতো নয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীনে সমন জারির জন্য ব্যবহৃত অভিব্যক্তি হলো "অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে..."; যেখানে ধারা ২৪০ এবং ২৪৬ আইপিসিতে চার্জ গঠনের জন্য ব্যবহৃত অভিব্যক্তি হলো "বিবাদী একটি অপরাধ করেছে বলে ধরে নেওয়ার কারণ আছে...।" পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধের কগনিজেন্স নেওয়ার এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীনে সমন জারির পর্যায়ে, মামলার গুণাগুণ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন নেই। মামলা তদন্তের পর পুলিশ চার্জশিট এবং এর সাথে থাকা উপাদানগুলো দাখিল করেছে, এই বিষয়টি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীনে সমন জারির জন্য অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২২। যতদূর পর্যন্ত পুলিশ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিচার গ্রহণ করা যায়, তদন্তের সময় পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত চার্জশিট, সাক্ষীদের বিবৃতি এবং অন্যান্য প্রমাণের সুবিধা ম্যাজিস্ট্রেটের রয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা/এস. এইচ. ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান মেনে এবং তদন্তের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত তদন্তের সময় প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করে। এইভাবে সংগৃহীত প্রমাণ এবং উপকরণগুলি তদন্তকারী আধিকারিকের স্তরে পরীক্ষা করা হয় এবং তারপরে চার্জশিট দাখিল করা হয়। যথাযথ ক্ষেত্রে, চার্জশিট দাখিল করার আগে পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামতও নেওয়া হয়। আদালত এইভাবে পুলিশ দ্বারা তার সামনে রাখা উপকরণগুলির সাথে পুলিশ প্রতিবেদনের সুবিধা পায়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯০ (১) (খ) ধারার অধীনে, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট একটি পুলিশ প্রতিবেদনের উপর একটি অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট যে, কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেটকে জারি করার কারণ নথি করার প্রয়োজন হয় না। পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলাগুলিতে, ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল অভিযুক্তকে সমন জারি করার আদেশ দিতে হয়। অভিযুক্তকে সমন জারি করার এই ধরনের আদেশ পুলিশ রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথি বিবেচনা করে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। পুলিশ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে একটি মামলায়, অভিযুক্তকে সমন জারি করার পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে কোনও কারণ নথিভুক্ত করতে হবে না। যদি অভিযোগপত্রটি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় বা যেখানে এখতিয়ারের অভাব থাকে বা যখন অভিযোগপত্রটি প্রত্যাখ্যাত হয় বা ফাইলে নেওয়া হয় না, তখন ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগপত্র প্রত্যাখ্যান এবং ফাইল গ্রহণ না করার জন্য তার কারণগুলি নথিভুক্ত করতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আইপিসি-র ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা চার্জশিট বিবেচনা করে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, প্রক্রিয়া জারি করার জন্য তার সন্তুষ্টির কারণগুলি স্পষ্টভাবে নথি না করে প্রক্রিয়া জারি করার আদেশটি কোনও অবৈধতায় ভুগছে না।

ধারা ৩৯৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার আদেশের বিরুদ্ধে সংশোধন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনাঃ

২৩. আমার নাথ এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং আরেকটি (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ১৩৭ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯৭(২)-এ "ইন্টারলোকিউটরি অর্ডার" শব্দটি শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী প্রকৃতির আদেশকে বোঝায়, যা পক্ষগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বা দায়বদ্ধতাকে নির্ধারণ বা স্পর্শ করে না এবং যে কোনো আদেশ যা পক্ষগুলোর

অধিকারকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে, সেটিকে 'ইন্টারলোকিউটরি অর্ডার' বলা যায় না। কে. কে. প্যাটেল এবং আরেকজন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০০০) ৬ এসসিসি ১৯৫ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে:

"১১। এটি এখন প্রায় স্থির হয়ে গেছে যে কোডের ধারা ৩৯৭ (২) অনুসারে চ্যালেঞ্জ করা কোনও আদেশ অন্তর্বর্তী কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, একমাত্র পরীক্ষাটি এই নয় যে এই আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে পাস হয়েছিল কিনা (অমর নাথন্দ অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং আরেকজন (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ১৩৭, মধু লিমায়ে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি. ৩৫১, ভি. সি. শুক্লা বনাম সি. বি. আই-এর মাধ্যমে রাজ্য ১৯৮০ সম্পূরক এস. সি. সি ৯২ এবং রাজেন্দ্র কুমার সীতারাম পান্ডে এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তম এবং আরেকজন (১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি. ১৩৪), 'সম্ভাব্য পরীক্ষাটি হল কোনও পক্ষের উত্থাপিত আপত্তিগুলি বহাল রাখার মাধ্যমে, এটি কার্যধারার সমাপ্তি ঘটাবে কিনা, যদি তাই হয় তবে এই ধরনের আপত্তিগুলির উপর গৃহীত কোনও আদেশ কোডের ধারা ৩৯৭ (২)-এ পরিকল্পিত হিসাবে কেবল অন্তর্বর্তী প্রকৃতির হবে না।"

২৪। ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে সমন জারি করার আদেশের বিরুদ্ধে, ক্ষুব্ধ পক্ষ ধারা ৩৯৭ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার আহ্বান করতে পারে কিনা এই প্রশ্নটি এই আদালত দ্বারা উর্মিলা দেবী বনাম যুধবীর সিং (২০১৩) ১৫ এস. সি. সি. ৬২৪-এ বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পরে, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

".....অন্যদিকে, রাজেন্দ্র কুমার সীতারাম পান্ডে এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তম এবং আরেকজন (১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি ১৩৪ মামলার সিদ্ধান্তে, এই আদালত অমর নাথ এবং অন্যান্যরা বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং আরেকজন (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ১৩৭, মধু লিমায়ে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৫৫১ এবং ভি. সি. শুক্লা বনাম সি. বি. আই-এর মাধ্যমে রাজ্য ১৯৮০ সাপোর্ট। এস. সি. সি ৯২ অনুচ্ছেদ ৬-এ বর্ণিত হয়েছেঃ (রাজেন্দ্র কুমার সীতারাম পান্ডে মামলা, এস. সি. সি পিপি ১৩৬-৩৭)।

"৬... এই আদালত রায় দিয়েছে যে বিচারের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধিতে ব্যবহৃত" অন্তর্বর্তী আদেশ "শব্দটিকে অভিযুক্তদের পক্ষে খুব উদারভাবে গঠন করতে হবে এবং হাইকোর্ট বা দায়রা বিচারকের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা আকৃষ্ট হতে পারে যদি আদেশটি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্বর্তী না হয় তবে মধ্যবর্তী বা আধা-চূড়ান্ত হয়। এটি আইনের অবস্থান হওয়ায়, এটি ধরে রাখা উপযুক্ত হবে না যে প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেওয়া একটি আদেশ

সম্পূর্ণরূপে অন্তর্বর্তী এবং অতএব, ধারা ৩৯৭-এর উপ-ধারা এ (২)-এর অধীনে বাধা প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে, এটি অবশ্যই মধ্যবর্তী বা আধা-চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হবে এবং তাই, ধারা ৩৯৭-এর অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যুক্তিসঙ্গত ছিল না যে কোডের ধারা ৩৯৭-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বারের পরিপ্রেক্ষিতে দায়রা বিচারকের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও এখতিয়ার ছিল না। এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেওয়া একটি আদেশ একটি মধ্যবর্তী বা আধা-চূড়ান্ত আদেশ এবং তাই, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারার অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে এই আদালত দ্বারা কে কে প্যাটেল এবং অন্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্য (২০০০) ৬ এসসিসি১৯৫-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

২৫. ২৫. উর্মিলা দেবী মামলায় বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পর, এই আদালত উপসংহারটি নিম্নরূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন:-

"২১. রাজেন্দ্র কুমার পান্ডে এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তম সিং এবং আরেকজন (১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি ১৩৪-এর সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কে. কে. প্যাটেল এবং আরেকজন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০০০) ৬ এস. সি. সি. ১৯৫-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এই আদালত যে অগণিত সিদ্ধান্তে উল্লিখিত স্পষ্ট অবস্থানটি উল্লেখ করেছে, তা বিবেচনা করে আইনি অবস্থানটি নিম্নরূপ ঘোষণা করা হবেঃ

২১. ১ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০০ থেকে ২০৪ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তলব করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারি করা আদেশটি মধ্যস্থতাকারী বা আধা-চূড়ান্ত প্রকৃতির হবে এবং অন্তর্বর্তী প্রকৃতির হবে না।

২১.২ যেহেতু উক্ত অবস্থান অর্থাৎ এই ধরনের আদেশ মধ্যস্থতাকারী আদেশ বা আধা-চূড়ান্ত আদেশ, তাই ধারা ৩৯৭-এর অধীনে প্রদত্ত পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার, হয় জেলা আদালত বা হাইকোর্টের সাথে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে।

২১.৩. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০০ থেকে ২০৪ ধারার অধীনে কোনও অভিযুক্তকে তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রক্রিয়া বা সমন জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের এই ধরনের আদেশ সর্বদা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের অধীনে চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে।

২৩. অতএব, অবস্থানটি এখন এই প্রভাবের উপর এসে দাঁড়িয়েছে যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, সমন জারি করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ পক্ষের কাছে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারার অধীনে পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার উপলব্ধ রয়েছে।

রায়ের বিচারে, অভিভূত পক্ষকে উন্ন জারি করার নির্দেশকারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

২৬. একক বিচারক জাল প্রবেশপত্র জমা দেওয়ার একটি সাধারণ মামলা হিসাবে এই বলে মামলাটি পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেছেন যে, "তাত্ক্ষণিক মামলাটি নির্গমন করার জন্য জাল প্রবেশপত্র জমা দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত হীরার আমদানি বা রফতানির সাথে সম্পর্কিত নয়"..... আমাদের দৃষ্টিতে, ঝোঁকযুক্ত একক বিচারক এই ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এমনভাবে সঠিক ছিলেন না যেন মামলাটি জাল প্রবেশপত্র পেশ করার একটি সাধারণ মামলা ছিল। বিচারের মামলাটি একটি জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ যা হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাই এবং হংকং ভিত্তিক সংস্থাগুলিতে বিদেশী মুদ্রা প্রেরণ করে সংস্থাগুলির একটি জাল স্থাপন করে; বিদেশে অর্থ পাঠাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকায় নগদ সংগ্রহ করা, অঙ্গাদিয়া সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই নগদ স্থানান্তর-কুরিয়ার এস বাবুলাল অঙ্গাদিয়াস এবং অন্যান্যরা প্রফুল্লভাই প্যাটেলের কাছে নগদ অর্থ স্থানান্তর করে, যিনি পরিবর্তে সংস্থাগুলির একটি চেইনের মাধ্যমে আরটিজিএসের মাধ্যমে নগদ জমা করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত মদনলাল জৈন দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির একটি শৃঙ্খলে (চার্ট ইনফ্রা) পৌঁছেছিল। এই সংস্থাগুলি আই. সি. আই. সি. আই. ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কাছে গিয়ে লেটার্স অফ ক্রেডিট খুলেছিল এবং জাল বিল অফ এন্ট্রি উপস্থাপন করেছিল এই প্রতারণামূলক ভুল উপস্থাপনার উপর যে এই প্রবেশপত্রগুলি আসল ছিল এবং হীরার প্রকৃত আমদানি হয়েছিল। আই. সি. আই. সি. আই. ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতারণামূলকভাবে এই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রায় দুবাই এবং হংকংয়ের বিদেশী সংস্থাগুলিতে পাঠাতে প্ররোচিত করা হয়েছিল। যে অপরাধটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তা দুবাই এবং হংকংয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর একটি জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ, এবং জাল বিল অফ এন্ট্রির সাধারণ মামলা নয়। ভারত থেকে নগদ অর্থ এবং বিদেশী সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত অর্থের পথ নিম্নরূপ চিত্রিত করা হয়েছেঃ-

বিভাগ	**সত্তা/বিস্তারিত বিবরণ**
রেমিটার (সুরাট)	- বিলাল হারুন গিলানি (সুরাট) — *আফরোজের পক্ষে টাকা পাঠানো* - আফরোজ হাসনফট্টা হাওয়ালা এজেন্ট (সুরাট)
আঙ্গাদিয়া প্রতিষ্ঠান (সুরাট)	১. এম/এস পি. উমেশচন্দ্র (১০০ কোটি টাকা) ২. এম/এস এস. বাবুলাল (১.৬৫ কোটি টাকা) ৩. অন্যান্য
আরটিজিএস এজেন্ট (সুরাট)	প্রফুল প্যাটেল
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক (অভিযোগকারী)	১. আর. এ. ডিস্ট্রিবিউটরস প্রা. লি. ২. মা মুম্বাদেবী জেমস প্রা. লি. ৩. এম. বি. অফশোর ডিস্ট্রিবিউটরস প্রা. লি. ৪. রামশ্যাম এক্সপোর্টস প্রা. লি. ৫. ঋদ্ধি এক্সিম প্রা. লি. ৬. হেম জুয়েলস প্রা. লি. ৭. ত্রিনেত্র ট্রেডিং কোম্পানি প্রা. লি. *(অভিযুক্ত/মদনলাল জৈনের দ্বারা পরিচালিত)*
হংকং-এর সংস্থাগুলি	১. মাবরুক ট্রেডিং এফজেডই ২. নিপ্পন ইনকর্পোরেশন লি. ৩. কর্নেল ট্রেডিং (এইচ/কে) লি. ৪. আল আলমাস এফজেডই লি. ৫. ডাইমার জেমস জুয়েলারি (এলএলসি) লি. ৬. বিন সাবেত জুয়েলারি (এলএলসি) লি. ৭. কমেট কর্পোরেশন লি. ৮. আল মিনগাস এফজেডই লি. ৯. চাউ শান ট্রেডিং লি. ১০. আল আলমাস প্রা. লি. *(অভিযুক্ত/মদনলাল জৈনের দ্বারা পরিচালিত)*
দুবাই-এর সংস্থাগুলি	১. মাবরুক ট্রেডিং এফজেডই ২. আল আলমাস এফজেডই লি. ৩. আল সাবা জেনারেল ট্রেডিং এফজেডই *(অভিযুক্ত/মদনলাল জৈনের দ্বারা পরিচালিত)*

২৭. অনুচ্ছেদ (১৫.৪)-এ, অভিযুক্ত একক বিচারক মন্তব্য করেছেন যে, "অভিযুক্ত-অভিযুক্ত এই সাতটি সংস্থার কোনওটিরই পরিচালক বা অনুমোদিত ব্যক্তি নন, এবং এই অভিযোগও নেই যে এই সংস্থাগুলির কোনওটিই অভিযুক্ত-অভিযুক্ত দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, বা এই সংস্থাগুলির কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই অভিযুক্ত-অভিযুক্ত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।" এখানে আবার, অভিযুক্ত একক বিচারক অনুমানমূলক ভিত্তিতে কার্যধারায় ভুল করেছেন,

যে পুরো লেনদেনটি জাল বিল উপস্থাপনের একটি সহজ মামলা যদি আই. সি. আই. সি. আই. ব্যাঙ্ক হীরা আমদানির জন্য বিদেশী সংস্থাগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে প্রলুব্ধ হয়। যদিও, জাল এবং জাল বিল অফ এন্ট্রি উপস্থাপন করা লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্যায় হবে, তবে বিবাদী-অভিযুক্ত অর্থ সংগ্রহের আগের অংশে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়, অর্থাৎ রিমিটারদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, বিবাদী-অভিযুক্ত এবং তার ব্যক্তি অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানি অঙ্গাদিয়াসের মাধ্যমে প্রফুলভাই প্যাটেলের কাছে টাকা পাঠিয়েছিলেন, যিনি আর. টি. জি. এস-এর মাধ্যমে আই. সি. আই. সি. আই ব্যাঙ্কে মদনলাল জৈন পরিচালিত কোম্পানিগুলির চেইনে টাকা স্থানান্তর করেছিলেন। মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, জালিয়াতি এবং সরকার ও ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতারণা করার এই ষড়যন্ত্রে যে কোনও ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিরা এই অপরাধের জন্য সমানভাবে দায়বদ্ধ, কেবল সেই ব্যক্তিরা নয় যারা প্রকৃতপক্ষে জাল বিল অফ এন্ট্রি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কাস্টম অফিসারদের স্বাক্ষর বা স্ট্যাম্প ব্যবহার করে।

২৮. বিবাদী-অভিযুক্তের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি বলেন যে, অঙ্গদিয়াদের পাশাপাশি প্রফুল্লভাই প্যাটেলও এই অর্থের প্রবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র গঠন করবেন এবং তাই তাঁদের থেকে ইয়েন আদায় করা উচিত। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অঙ্গদিয়াদের এবং প্রফুল্লভাই প্যাটেলকে কোনও চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়নি, এটি প্রমাণ করবে যে রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি কেবল জাল বিল অফ এন্ট্রি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, অভিযোগ হিসাবে 'হাওয়ালা' বা অভিযোগ হিসাবে জটিল/অর্থনৈতিক নয়।

২৯। এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শদাতা মিঃ রিতেশ কাপুর বলেছিলেন যে অঙ্গাদিয়াদের ভূমিকা কেবল একটি কুরিয়ার পরিষেবা অর্থাৎ নগদ বহন করা এবং প্রফুল্লভাই প্যাটেলের ভূমিকা হল নগদ কালো টাকা সাদা করা। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অঙ্গাদিয়া এবং প্রফুল্লভাই প্যাটেল অবশ্যই কর ফাঁকি দিয়ে কর জালিয়াতিতে অংশ নিয়েছিলেন, তবে তারা বিদেশী সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ প্রেরণের সাথে জড়িত ছিলেন না। যদি এবং যখন মদনলাল জৈন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে তাদের জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ প্রকাশিত হয়, তখন তারা বর্তমান মামলায় জড়িত বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং জালিয়াতির অংশ হয়ে উঠবে।

৩০। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতিঃ-প্রফুল্লভাই প্যাটেলের ০১.০৮.২০১৪ তারিখের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তিনি ৫০০,০০,০০০,০০-টাকার বেশি নগদ অর্থ পেয়েছিলেন এবং সেটি আর. টি. জি. এস-এর মাধ্যমে জমা করেছিলেন যা মদনলাল জৈন পরিচালিত আমদানিকৃত সংস্থাগুলিতে পৌঁছেছিল এবং তারপর মদনলাল জৈন ও অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট নির্দেশে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতিটি নিম্নরূপঃ-

"...রিকভারির জন্য সেখানে যাওয়ার সময় মদলান জৈন ব্যবসা সম্পর্কে কথা বলতেন। একদিন, মদনলাল জৈন আমাকে তার অফিসে ডেকেছিলেন এবং আফরোজ হাসান ফাত্তা ও অমিত ওরফে বিলাল গিলানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আফরোজ ফাত্তা এবং অমিত ওরফে বিলাল গিলানি সুরাটে থাকেন এবং আমরা হীরা আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসা করি। যেমন নরেন্দ্র জৈন আমার কাজ সামলান; অমিত ওরফে বিলাল গিলানি আফরোজ ফাত্তার কাজ সামলান; রপ্তানি এবং আমদানির ব্যবসা করার জন্য আমার কোম্পানির অ্যাক্সিস এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে; তিনি আরও বলেছিলেন যে, তিনি, তার লোক নরেন্দ্র জৈন, আফরোজ ফাত্তা এবং অমিত ওরফে বিলাল গিলানি আমাকে যে নগদ টাকা দেবেন, তা আমার ফাইনান্সারের মাধ্যমে আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে তাদের আইসিআইসিআই এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে এবং এর জন্য আমাকে ১০০ পয়সায় ০.১০ পয়সা কমিশন দেওয়া হবে।" যেহেতু আমার ব্যবসার কারণে আমি কিছু ফাইনান্সারকে চিনতাম, আমি তাদের সাথে ব্যবসা করতে রাজি হয়েছিলাম।

এরপর, মদনলাল জৈন এবং আফরোজের লোক অমিত ওরফে বিলাল গিলানির কথামতো, আমি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ব্যালেন্স তৈরি করেছি। আমার কাছে যে নগদ টাকা আসত, আমি কমিশন বাবদ ০.১০ পয়সা কেটে নিতাম এবং এরপর সেই নগদ টাকা সেই ফাইনান্সারের মাধ্যমে আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দিতাম এবং আমি তাদের ০.৫ পয়সা, ০.৮ পয়সা এবং ০.১০ পয়সা কমিশন দিতাম এবং যা বাকি থাকত, তা আমার কমিশন। সেই অনুযায়ী, এই ব্যবসায় আমি ৯ লক্ষ টাকা কমিশন পেয়েছিলাম।

আমি ফাইনান্সারের মাধ্যমে মদনলাল জৈনের অ্যাক্সিস এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে যে নগদ টাকা পাঠিয়েছিলাম, তার কিছু পরিমাণ মদনলাল জৈনের লোক নরেন্দ্র জৈন; আফরোজ ফাত্তার লোক অমিত ওরফে বিলাল গিলানি; পি. উমেশ ফার্ম এবং এস বাবুলাল ফার্মের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। কখনো কখনো, অমিতের লোক জোহানও ইউ-৭, অভিনন্দন কমপ্লেক্স, মাগব পাটিয়াতে অবস্থিত আমার অফিসে নগদ টাকা নিয়ে আসত এবং এই নগদ টাকা আমি আমার পরিচিত দীপক সুচাক এবং হর্ষদভাই মোদী, যারা কমিশন এবং আরটিজিএস-এর ব্যবসা করেন, সেই ফাইনান্সারদের দিতাম। এবং সেই নগদ টাকা আমি আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে মদনলাল জৈন এবং আফরোজ ফাত্তার নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলোতে জমা করতাম।

ক্র নং	ফার্মের নাম	অ্যাকাউন্ট নং
১	আরজু এনটারপ্রাইজ	৯১৩০২০০২৭৭৮৪৫৭১
২	জিটি ট্রেডারস	৯১৩২০০২৯৭৭৮০৯১
৩	বন্দনাএবং কোম্পানি	৯১৩০২০০২৯০০৭৬১৬
৪	জাশ ট্রেডারস	৯১৩০২০০৩৪৬৮০৩২৯
	আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক	
১	ত্রিনেত্রা ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড	০৮৫০০৫৫০৮৪৯
২	রামশ্যামএক্সপরত প্রাইভেট লিমিটেড	০৮৫০০৫৫০০৮৫০
৩	এম বি অফশোর ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড	০৮৫০০৫৫০০৮২৮
৪	রিদ্ধি এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড	০৮৫০০৫৫০০৮২৯
৫	আর এ ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড	৬২৪৬০৫৫০১৭৫০

৩১. প্রফুল্লভাই প্যাটেলের উপরের বিবৃতিটি প্রাথমিকভাবে দেখায় যে, বিবাদী-অভিযুক্ত নগদ সংগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিদেশে অবৈধভাবে নগদ হস্তান্তরের জন্য সহায়ক হিসাবেও কাজ করেছিলেন। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্য বের করার পর, বিচক্ষণ একক বিচারক বলেন যে, "কোনওরকম প্রতারণা, জালিয়াতি, অ্যাকাউন্ট জাল করা, ষড়যন্ত্র, জাল বিল অফ এন্ট্রির মাধ্যমে বিদেশি অর্থ প্রেরণ, জাল বিল অফ এন্ট্রির বিরুদ্ধে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদনকারীকে চেক ডিসকাউন্টার বা অঙ্গাদিয়াদের সঙ্গে নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ভূমিকাকে কোনওভাবেই প্রশমিত করে না।" আমাদের দৃষ্টিতে, বিজ্ঞ একক বিচারক এই মন্তব্য করে ভুল করেছিলেন যে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্য কোনওভাবেই অভিযুক্তের ভূমিকা দেখায় না। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতি পড়ার ফলে প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নগদ টাকা সংগ্রহ করছিল এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের কাছে পাঠাচ্ছিল এবং এর ফলে বিদেশে অবৈধভাবে নগদ অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যম হিসাবে কাজ করছিল।

৩২। বিজ্ঞ একক বিচারক তখন প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতির পরিচয়মূলক মূল্য পরীক্ষা করতে এগিয়ে যান এবং পর্যবেক্ষণ করেন যে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্য শুনানির প্রকৃতির এবং প্রমাণের দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞ একক বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বিবাদীর ব্যবসা এবং অ্যাকাউন্টের প্রসঙ্গে প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতি কেবল শোনা কথা এবং তিনি কখনও বলেননি যে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিবাদীর সাথে মোকাবিলা করেছেন।

৩৩। বিবাদীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্য যা শ্রবণযোগ্য প্রকৃতির তা বিবাদীর পক্ষে অগ্রহণযোগ্য। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এমন কোনও সমসাময়িক ব্যাখ্যা নেই যা প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্যকে প্রমাণ আইনের ৬ ধারার অধীনে পড়ার পক্ষে সমর্থন করে যাতে এটি 'রেস গেস্টে' হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিবৃতিটি

প্রফুল্লভাই প্যাটেলের গুজবের প্রকৃতির এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬ ধারার অধীনে আনার জন্য কোনও উপাদানের অভাবে, বিবাদী-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই এবং বিজ্ঞ একক বিচারক যথাযথভাবে রায় দিয়েছেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই।

৩৪. গুজরাট রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, সমন জারির পর্যায়ে, আদালতের জন্য প্রসিকিউশনের দ্বারা নির্ভর করা সাক্ষ্য-প্রমাণের গুণাগুণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং এর প্রমাণ মূল্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন নেই। আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রফুল্লভাই প্যাটেলের জবানবন্দি মদনলাল জৈন, বিবাদী-আফরোজ হাসানফাত্তা এবং তার লোক অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানির উপস্থিতিতে দেওয়া হয়েছিল এবং তাই, প্রফুল্লভাই প্যাটেলের জবানবন্দি অবশ্যই ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮-এর ব্যাখ্যা ॥ এর অধীনে পড়বে, যা অবশ্যই সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। তার যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ আইনজীবী বলরাম প্রসাদ আগরওয়াল বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৯৭) ৯ এসসিসি ৩৩৮ এর উপর নির্ভর করেছেন।

৩৫। প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বক্তব্যটি গুজবের প্রকৃতির কিনা এবং এটি 'সমসাময়িক ব্যাখ্যা' দ্বারা সমর্থিত কিনা এবং এটি 'রেস গেস্টে'-র অধীনে পড়বে কিনা এবং এটি গ্রহণযোগ্য কিনা তা কেবল বিচারের সময়ই দেখা যায়। আমরা উভয় পক্ষের যুক্তির গুণাবলীতে যেতে আগ্রহী নই কারণ এটি কেবল বিচারের সময়ই উত্থাপন এবং উত্তর দিতে হবে। পর্যবেক্ষণ করে যে তলব করার আগে, অভিযুক্ত, বর্ণিত তথ্যগুলি যেমন তার মুখের উপর প্রদর্শিত হবে তেমনই গ্রহণ করতে হবে, ভাস্কর লাল শর্মার ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"১১. ...একটি অভিযোগ বা এফআইআর-এ করা দাবিগুলোর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নও বাতিল করার পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এবং বর্ণিত ঘটনাগুলোকে যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করতে হবে। আসামিকে তলব করার আগে এটাই মূল পরীক্ষা, যা প্রয়োগ করতে হয়। একবার উপরের পর্যায়টি পার হয়ে গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির ফৌজদারি দায়বদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য অভিযোগকারী/প্রসিকিউশনকে আইনি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করতে হবে।

৩৬। বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, তাদের বিবৃতিতে অঙ্গদিয়ারা বিবাদীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কিছু বলেননি এবং এই সাক্ষীদের বিবৃতি থেকে উদ্ভূত কোনও উপাদানের অভাবে, বিদেশী সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের লেনদেনের সাথে তাকে যুক্ত করার জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক কিছু নেই। উপরের যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই। অঙ্গদিয়াদের এখনও আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি। বিচারের সময়, অঙ্গদিয়াদের পরীক্ষার সময়,

অভিযুক্ত লেনদেনের সাথে বিবাদীকে সংযুক্ত করার প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলির সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ উন্মুক্ত।

৩৭. অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য, শুধুমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে। প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, আদালতকে নথিতে থাকা উপকরণগুলির প্রমাণমূলক মূল্য মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয় না। আদালত চার্জশিটে অভিযোগ এবং প্রমাণের প্রতি তার মন প্রয়োগ করে এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। আদালত মামলার যোগ্যতা এবং দুর্বলতা পরীক্ষা করার জন্য নয় এবং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণের পর্যাপ্ততা নির্ধারণ করার জন্য নয়। আদালতকেও সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা শুরু করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে, জারি করার প্রক্রিয়া চলাকালীন 'সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা' বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই যদি না কোনও আইনি বাধা বা আইনে অভিযুক্ত দায়বদ্ধ না হয়। [দেখুন নূপুর তলোয়ার বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং আরেকজন (২০১২) ১১ এসসিসি ৪৬৫]

৩৮. বিজ্ঞ একক বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "সম্পূরক চার্জশিটে এমন কিছু নেই যা দূরবর্তীভাবে কোনও ভূমিকার পরামর্শ দেয় যদি আবেদনকারী কোনও বিদেশী সংস্থা স্থাপন করে যারা প্রতারণামূলকভাবে বিদেশে পাঠানো অর্থের প্রাপক ছিল বা কোনও ভারতীয় সংস্থা যা প্রতারণামূলকভাবে ভারত থেকে অর্থ প্রেরণ করেছিল অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারত থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পাওয়ার বিষয়ে বিচক্ষণ একক বিচারক ঠিক বলেননি যে, 'এমন কোনও উপাদান নেই যে, বিবাদী কালো টাকা নগদ করে সাদা করার এবং জাল প্রবেশের বিলের ভিত্তিতে প্রতারণামূলকভাবে ব্যাঙ্কগুলিকে প্ররোচিত করার এবং হংকং ও দুবাই ভিত্তিক বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ পাঠানোর ষড়যন্ত্রে কোনও ভূমিকা পালন করেছেন। বিজ্ঞ একক বিচারক রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণগুলি সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন যা প্রথম দৃষ্টিতে বিবাদীর ভূমিকার ইঙ্গিত দেয় যে তিনি প্রেরিত এবং বিবাদীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন এবং তার "আর্সোন অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানি এটি অঙ্গাদিয়া ফার্মের মাধ্যমে রাফুলভাই প্যাটেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যিনি মদন লাল জৈনের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস-এর মাধ্যমে জমা করেছিলেন যা অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল (উপরের চার্টের মাধ্যমে)। আমরা অভিযোগপত্রের সাথে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত কিছু প্রমাণ এবং অন্যান্য উপকরণ উল্লেখ করা উপযুক্ত বলে মনে করি।

৩৯. জাফার মোহাম্মদ- যিনি বিবাদীর ভাই, তিনি স্বীকার করেছেন যে, বিবাদী-আসামির নির্দেশে আসামি-মদনলাল জৈনের নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি থেকে তার অ্যাকাউন্টে ৩,০০,০০,০০০/- টাকা জমা হয়েছিল। জাফার মোহাম্মদকে যখন ৬.০১.২০১৪ তারিখে ১,০০,০০,০০০/- টাকা এবং ৩১.০১.২০১৪ তারিখে ২,০০,০০,০০০/- টাকা তার কারেন্ট

অ্যাকাউন্টে এম/এস ন্যাচারাল ট্রেডিং কোম্পানি (বিবাদী মদনলাল জৈনের কোম্পানি) থেকে জমা হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে, ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে শেয়ার ব্যবসায় তার কিছু টাকার দরকার ছিল এবং সেই কারণে তিনি বিবাদী-আফরোজ মোহাম্মদ হাসানফাত্তার সাথে তাকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছিলেন, এবং সে কারণেই আরটিজিএস-এর মাধ্যমে তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে, তিনি এম/এস ন্যাচারাল ট্রেডিং কোম্পানি-এর মালিকানা সম্পর্কে জানেন না এবং মদনলাল জৈনকেও চেনেন না। বিবাদী-আসামির ভাই জাফার মোহাম্মদ আসল ঋণ হিসেবে টাকা পেয়েছিলেন নাকি এটি কমিশনের একটি অংশ ছিল, সেই প্রশ্নটি শুধুমাত্র বিচার চলাকালীন সময়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে, যখন পক্ষগুলো মৌখিক বা নথিপত্র সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

৪০। এছাড়াও, ১৮.১০.২০১৪ তারিখের বিবৃতিতে, নাইল ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজার/বিবাদীর মালিকানা সামির জিকার গডিল বলেছেন যে তিনি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিবাদীর কাছ থেকে-এ ফ্রোজ থেকে ২ হাজার টাকা অনিরাপদ ঋণ পেয়েছিলেন এবং উক্ত পরিমাণটি নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর স্ত্রীর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি শেয়ার বাজারে ব্যবসা করার জন্য বিবাদীর কাছ থেকে উক্ত পরিমাণটি নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই পরিমাণটি এম/এস নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর স্ত্রী ফোজিয়া সমীর গডিলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে উক্ত পরিমাণের মধ্যে তিনি আর. টি. জি. এস-এর মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর পূর্বোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দুই ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করে ফেরত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি জানেন না কার অ্যাকাউন্টে এই পরিমাণ জমা করা হয়েছিল।

৪১। এছাড়াও, ০১.০৩.২০১৪ থেকে ৩১.০৩.২০১৪ সময়কালের জন্য বিবাদীর ব্যাঙ্ক বিবৃতি পর্যালোচনায় এম/এস ন্যাচারাল ট্রেডিং কোম্পানির কাছ থেকে বিবাদীর অ্যাকাউন্টে মোট ₹৭,০০০/- এর জন্য ০৬.০৩.২০১৪ এবং ০৭.০৩.২০১৪ তারিখের চারটি লেনদেন দেখানো হয়েছে। এছাড়াও, এম/এস নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্যাঙ্ক বিবৃতি পর্যালোচনার মাধ্যমে, বিবাদীর মালিকানাধীন সংস্থা, ০১.১০.২০১৩ থেকে ৩০.১১.২০১৪ সময়ের জন্য ফার্মের অ্যাকাউন্টে প্রায় ₹৮,০০০/- এর লেনদেন দেখানো হয়েছে যা অভিযুক্ত মদনলাল জৈনের একটি ব্যবসায়িক ধারণা এম/এস গঙ্গেশ্বর মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড থেকে।

৪২. শ্রী মুকুল রোহাতগি, যিনি বিবাদীের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, তিনি জমা দিয়েছেন যে, দুটি কোম্পানি, যথা এম/এস ন্যাচারাল ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং গঙ্গেশ্বর মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড, যারা বিবাদী এবং তার ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে ১৬,০০,০০,০০০/- টাকা পাঠিয়েছিল, যে পরিমাণকে 'কমিশন' বলা হয়েছে, তাদের বিবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়নি বা তাদের পরিচালক/পার্টনার শ্রী পুখরাজ আনন্দমাল মুথাকেও বিবাদী হিসেবে দেখানো হয়নি।

এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেবলমাত্র বিচার চলাকালীন সময়েই উপরের দুটি কোম্পানি থেকে বিবাদীর অ্যাকাউন্টে টাকার গতিপথ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

৪৩। রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, মদনলাল জৈন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি থেকে অভিযুক্তের অ্যাকাউন্টে ১৬, ০০,০০,০০০/- টাকা ফিরে আসার একটি স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যা ব্যাখ্যা করা হয়নি। যতদূর পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তের ভূমিকার জন্য অভিযুক্তের দ্বারা 'কমিশন' হিসাবে ১৬,০০,০০,০০০/- টাকার প্রাপ্তি, সেই পর্যন্ত বিজ্ঞ একক বিচারক এই ভুল ভিত্তিতে তা বাতিল করে দেন যে, "অভিযুক্তের পক্ষ থেকে কোনও' মেনস-রিয়া 'বা' অপরাধমূলক জ্ঞান 'নেই। অভিযুক্ত-বিবাদীর সমন জারি করার পর্যায়ে' মেনস-রিয়া 'ছিল কি না তা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ভোলু রাম বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৮) ৯ ৩সিসি ১৪০, এই আদালত রায় দিয়েছে যে পুরুষদের কারণ শুধুমাত্র বিচারের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এবং সমন জারি করার পর্যায়ে নয়।

৪৪। বিপুল পরিমাণ টাকা পাওয়ার পর, অভিযুক্তের পক্ষে বিচারের সময় তার প্রতিরক্ষা আবেদনটি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যে অর্থ তার ব্যবসায়িক লেনদেনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তির মাধ্যমে হয়। বিবাদী-অভিযুক্ত এবং এম/এস নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা দেখানো এবং বিবাদীর ভাইয়ের দ্বারা অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত ব্যাঙ্ক বিবৃতি হল প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত উপকরণ যা দেখায় যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ এবং উপকরণগুলি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না যা বিবাদী গ্রহণ করছে যে এই ধরনের ক্রেডিটগুলি তার ব্যবসায়িক লেনদেনের নিয়মিত প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

৪৫। বিবাদীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিবাদী-অভিযুক্তের দ্বারা প্রাপ্ত ১৬,০০,০০,০০০/-টাকার প্রাপ্তি ছিল "হীরা বিক্রয় থেকে ব্যবসায়িক আয়"। আবেদনকারী-রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন যে পুনর্বিবেচনার আবেদনে বা বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে বিবাদীকে কখনও এই জাতীয় কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এবং এই যুক্তিটি বার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা আবেদনের সত্যতা যে এম/এস নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের (বিবাদী-অভিযুক্তের মালিকানা) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিবাদী দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ এবং তার ভাই-জাফর মোহাম্মদ দ্বারা উক্ত পরিমাণটি নিয়মিত ব্যবসায়ের সময় প্রাপ্ত হয়েছে। বিবাদীকে এটাও দেখাতে হবে যে, তিনি এই রসিদটিকে সংশ্লিষ্ট বছরের আয়কর রিটার্নে "ব্যবসায়িক আয়" হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

৪৬. উপরন্তু, রাষ্ট্রপক্ষ কল ডিটেইল রেকর্ডের উপর নির্ভর করে দেখায় যে বিবাদী অভিযুক্ত মদনলালের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন

জৈন, সাক্ষী প্রফুল্ল প্যাটেল এবং অমিত ওরফে বিলাল হারুন গিলানিকে এ-এর সময়কালে অভিযুক্ত করেছিলেন যখন হাওয়ালার এই কথিত ঘটনাগুলি ঘটেছিল।

৪৭। বিজ্ঞ একক বিচারক বিতর্কিত আদেশে সাক্ষীদের বিবৃতি ব্যাপকভাবে বের করেন, যেমন- জাফর মহম্মদ, বিবাদীর ভাই, সমীর জিকার গোহিল, নাইল ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপক এবং অঙ্গাদিয়াস ফার্মের অন্যান্য সাক্ষীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কোনও বিবৃতিই বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক অভিযোগ আনে না। বিচলিত একক বিচারক আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "অন্য সংস্থায় আরও স্থানান্তরের জন্য বিপুল নগদ অর্থের প্রাপক ছিলেন এমন থেঙ্গাড়িয়ারা বা চেক ডিসকাউন্টাররা কেউই আবেদনকারীর সাথে কোনও লেনদেন বা লেনদেনের অভিযোগ করেননি, কোনও অপরাধমূলক লেনদেনও ছিল না।" বিবাদী এবং নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টে এবং তাঁর ভাই জাফর মোহাম্মদের অ্যাকাউন্টে প্রচুর অর্থের প্রবাহ ছিল। বিচারের সময়, প্রসিকিউশনকে দেখাতে হবে কিভাবে এই বিবাদী যে ছিল তা প্রমাণ করার জন্য অর্থ লেনদেনগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রেরিতদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা এবং তা প্রফুল্লভাইয়ের কাছে প্রেরণ করা প্যাটেল অঙ্গাদিয়াদের মাধ্যমে। প্রক্রিয়া ইস্যুর পর্যায়ে, আদালত হল সংগৃহীত প্রমাণের গুণাগুণের মধ্যে গিয়ে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই তারা অভিযুক্তদের দোষারোপ করছে কি না।

৪৮। বিজ্ঞ একক বিচারক অঙ্গাদিয়াসের বিবৃতিটি তীব্রভাবে বের করে দেখেছেন যে এস. বাবুলাল অঙ্গাদিয়া এবং পি. উমেশচন্দ্রের প্রতিনিধিরা যাদের নাম প্রফুল্লভাই প্যাটেলের বিবৃতিতে উপস্থিত রয়েছে তারাও এখানে বিবাদীর সাথে এ জাতীয় কোনও লেনদেন প্রকাশ করেনি। একইভাবে, ঝোঁকযুক্ত একক বিচারক ব্যাংকিং লেনদেনের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বিবাদী এবং তার ভাইয়ের ব্যাংক বিবৃতিগুলি এমনকি প্রাথমিক ভিত্তিতেও বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়ের করা কোনও অপরাধের প্রমাণ দেয় না। যেমন আগে আলোচনা করা হয়েছে, প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা অন্যথায় দেখা যায় না। সাক্ষীদের বিবৃতি এবং উপস্থাপিত অন্যান্য উপকরণগুলির সূক্ষ্ম বিবেচনা প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত উপরোক্ত বিষয়গুলি অভিযুক্ত-বিবাদীকে সমন জারি করার আদেশ বাতিল করার জন্য বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা বাতিল করা উচিত ছিল না। এই প্রমাণগুলি অভিযুক্ত-বিবাদীর দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট কিনা বা তার কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রতিরক্ষা বা ব্যাখ্যা রয়েছে কিনা তা বিচারের পর্যায়ে বিবেচনা করার বিষয়, অভিযুক্ত একক বিচারককে সমন জারি করার প্রাথমিক পর্যায়ে মামলার যোগ্যতার মূল্যায়ন করা উচিত ছিল না।

৪৯। ধারা ৩৯৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে পুনর্বিবেচনার শুনানির সময়, হাইকোর্ট আপিল আদালত হিসাবে বসে না এবং নিম্ন আদালতের রায় বিকৃতি না হলে প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করবে না। চার্জশিট এবং তার উপর উপস্থাপিত উপকরণের উপর ভিত্তি করে যখন

ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, তিনি বলেন যে একক বিচারক মামলার গুণ ও দোষ পরীক্ষা করে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না। যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি চার্জশিট এবং তার সামনে রাখা উপকরণের উপর ভিত্তি করে ছিল, তখন সন্তুষ্টিকে ভুল বা বিকৃত বলা যায় না এবং সন্তুষ্টিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না।

৫০। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, পুলিশ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিটের সাথে, সাক্ষীদের বিবৃতি, বিবাদীর ব্যাঙ্ক বিবৃতি এবং তার সংস্থা নাইল ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক বিবৃতি, কল ডিটেইল রেকর্ডস এবং অন্যান্য উপকরণের মতো উপকরণের সংখ্যা উপস্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্পূরক চার্জশিট এবং তার উপর উপস্থাপিত উপকরণগুলি বিবেচনা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন যে বিবাদীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে এবং সমন জারি করেছেন। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, আয়ার্ড একক বিচারক পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে ভুল করেছেন।

৫১. আমাদের মতে, মামলা যখন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তখন বিজ্ঞ একক বিচারকের এর গুণাগুণের মধ্যে প্রবেশ করা উচিত ছিল না। যখন রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তখন সমন জারির পর্যায়ে প্রমাণের কঠোর মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় না, এবং আসামির সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা পরীক্ষা করাও যায় না। আদালতকে শুধুমাত্র এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, মামলাটি অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে কিনা। বিজ্ঞ একক বিচারক মামলার গুণাগুণ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে গিয়ে গুরুতর ভুল করেছেন এবং বিতর্কিত আদেশটি বাতিলযোগ্য।

৫২. ফলস্বরূপ, গুজরাট হাইকোর্টের ফৌজদারি রিভিশন নং ২৬৪/২০১৭-এর ০৩.০৫.২০১৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা হলো এবং এই আপিলটি মঞ্জুর করা হলো। ফৌজদারি কেস নং ৬২৮৫১/২০১৪-এ ধারা ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক এবং ১২০খ আইপিসি-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ১৫.১১.২০১৪ তারিখের দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের কগনিজেন্স গ্রহণ এবং বিবাদী-অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রসেস জারির ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বহাল থাকবে। বিবাদী- অভিজুক্তকে ২৭.০২.২০১৯ তারিখে বিচারিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং বিচারিক আদালত আইন অনুযায়ী মামলাটি পরিচালনা করবে।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal